কাঙ্খিত বাংলাদেশ ও তরুণ প্রজন্ম*
-মো আনিসুর রহমান

১. তরুণদের ওপর এই অধিবেশনে তরুণদের আরো উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ বোধ হয় যৌক্তিক হতো।

২. দেশের বর্তমান ভয়াবহ অবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীনতালাভের প্রেরণায় দেশের তরুণদের একটি বিরাট অংশ বিভিন্ন স্থানে যে-সব সৃজনশীল গঠনমূলক উদ্যোগ নিয়েছিল তা থেকে টেনে দেশকে পিছিয়ে দেয়া হয়েছে, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইতে তরুণদের একটি বিরাট অংশকে নানারকম নেতিবাচক কাজে নামতে প্রলুব্ধ করা হয়েছে।

স্বাধীনতালাভের পর তৎকালীন তরুণরা দেশের নানাস্থানে ”টিপ্‌ সই ছি ছি” জাতীয় গণসাক্ষরতা আন্দোলনে ব্রতী হয়েছিল। নিজেরা উচ্চশিক্ষার জন্য দরিদ্র পিতামাতার ওপর বোঝা না হয়ে স্কুল-কলেজের মাঠে চাষ এবং নানরকম কুটির-শিল্পজাতীয় কাজ করে লেখাপড়ার খরচ যোগাতে নেমে গিয়েছিল। তারা এও বুঝেছিল যে তাদের স্কুল-কলেজে শিক্ষার পেছনে তাদের অভিভাবকদের রক্তঝরা শ্রম এবং সমস্ত সমাজেরই ত্যাগ-অবদান রয়েছে, তাই তারা ছুটীতে-ছুটিতে গ্রামে-গঞ্জে যেয়ে কৃষকদের চাষবাসে সাহায্য করতে নেমে গিয়েছিল। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে চাষে ও অন্যান্য নানারকম কাজে সমবায় আন্দোলন শুরু করেছিল। এসমন্বন্ধে তৎকালীন সংবাদপত্রের রিপোর্ট ও মূল্যায়ন গণপ্রকাশনীর *যে আগুন জ্বলেছিল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার স্বত:স্ফূর্ত প্রকাশ* বইতে সংগ্রহ করা আছে।

সে সময়ের দেশপ্রেমিক তরুণরা দেশকে একটি দরিদ্র দেশ বলে জ্ঞান করে নি, একটি <u>সৃষ্টিশীল দেশ</u> জ্ঞান করে সমস্ত বিশ্বকে দেখাতে চেয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ কি অসাধ্যসাধন করতে পারে। তাদের মূলমন্ত্র ছিল ”আমরা এক দরিদ্র জাতি নই, আমরা স্বাধীন বাঙ্গালী”। এবং এই তরুণরা স্বাধীন বাঙ্গালি জাতিকে শুধু ফুটবল-ক্রিকেটেই ”টাইগার” নয়, অর্থনীতি/সমাজ-উন্নয়নেও এশিয়ার ”টাইগার” দেশগুলির সঙ্গে - চীন, দক্ষিণকোরিয়া, তাইওয়ান - আমাদের এই দেশকে প্রতিযোগিতায় নামাতে নিজেরা নেমে গিয়েছিল।

এই উদ্যোগগুলি স্থায়ী হয় নি দেশের জোতদার সরকারের কাছ থেকে, এবং দু:খজনকভাবে তথাকথিত ”সুশীল সমাজ”-এর কাছ থেকেও, উৎসাহের অভাবে শুধু নয় (<u>*যে আগুন জ্বলেছিল*</u> বইতে ”*শিক্ষিত কে?*” রচনাটি দ্রষ্টব্য), এরকম কিছু উদ্যোগকে পরবর্তী রাজাকার-বেষ্টিত সরকার নির্মমভাবে ধ্বংস করে বলে।

সে সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্রনেতারা সরকার-কর্তৃক গঠিত কুদ্‌রতে খুদা শিক্ষা-কমিশনে তাদের প্রতিনিধি নেবারও দাবী করে। সরকার এতে রাজী না হলে তারা নিজেরাই একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। ছাএনেতাদের এই শিক্ষাকমিশন দেশের

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রস্তাব ক'রে শিক্ষাকে সমাজ-জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করবার আহবান করে, এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ছুটি পুনর্বিন্যাস করবার প্রস্তাব করে যাতে যখন ধান রোপা ফসল তোলা ইত্যাদি ধরনের কাজের জন্য গ্রামাঞ্চলে বাড়তি শ্রম প্রয়োজন এরকম সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রামে তাদের পিতামাতা ও সার্বিক কৃষক জনগনকে সাহায্য করবার জন্য গ্রামাঞ্চলে চলে যেতে পারে। আজকে এই আলোচনায় উপস্থিত প্রায় কেউই সেই রিপোর্ট দেখেন নি, কারণ তৎকালীন জোতদার সরকার এটিকে একটি আবর্জনা জ্ঞানে ডাস্টবিনেই ফেলে দিয়েছিলেন (আমার ব্যক্তিগত ফাইলে রিপোর্টটি আজো আছে কেউ সেটার থেকে প্রেরণা নিতে চাইলে আমি কপি দিতে পারি)।

দুঃখের বিষয়, দেশের ”সুশীল সমাজ”ও দেশের ছাত্র-তরুণদের এরকম অসাধারণ দেশগঠন ও দেশপ্রেমমূলক উদ্যেগ ও প্রস্তাবে তাদের সঙ্গে শরীক হন নি - তাদেরো যেন নজর ছিল স্বাধীনতার সুফলগুলি কতটা নিজেরা ভোগ করতে পারেন সেই দিকেই ধাবিত হবার।

স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম জোতদার সরকার থেকেই শুরু হয় দেশকে ভীষণ দরিদ্র এক জাতি হিসাবে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে ভিক্ষার ঝুলি প্রসারিত করা যে ভিক্ষায় আজ আমরা সবাই জানি কিছু ওপর তলার মানুষের পকেট কুৎসিতভাবে ভারী হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের প্রতিশ্রুত সমতাবাদী আদর্শ ভুলুন্ঠিত হয়েছে, রাজনীতির চরম দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে এবং দেশ আজ খাদে পড়ে চরম যন্ত্রনায় কাত্‌রাচ্ছে।

৩. দেশের মুরুব্বীরা যখন দেশটিকে খাদে ফেলেছেন এবং এখন খাদ থেকে টেনে তুলতে তাঁরা সবাই হিম্‌শিম্‌ খাচ্ছেন, ঘুরে-ফিরে সেই দুর্বত্তদেরই হাতে দেশ ফিরে যাবার উপক্রম হয়েছে খাদের পাঁকের মধ্যে আবার ঘুরপাক্‌ খাবার জন্য, তখন সুস্থ তরুণ সম্প্রদায় কী আর একবার মাঠে নামবে দেশকে, এবং তাদেরই ভবিষ্যৎকে, বাঁচাতে?

কী করতে পারে দেশের তরুণ সমাজ?

৪. কয়েক বছর আগে দেশের পরিবারতন্ত্রের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন তিনি দশ বছরে সমস্ত দেশকে সাক্ষর করে তুলবেন। আমি তখন তাঁর কাছে একটি চিঠি লিখেছিলাম এই মর্মে যে (ক) তিনি-যে দশ বছর ক্ষমতায় থাকবেন তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই। (খ) তিনি ইচ্ছা করলে দু বছরেই সমস্ত দেশকে সাক্ষর করে তুলতে পারেন, এবং এতে তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বও দশ বছরের জন্য নিশ্চিত হয়ে যাবে। তিনি হাই স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস-ভিত্তিক দায়িত্ব নিতে আহ্বান করুন নিজের নিজের এলাকার আশেপাশে - শহরে-গ্রামাঞ্চলে - সবাইকে সাক্ষর করে তোলবার দায়িত্ব নিতে। প্রধানমন্ত্রী ছাত্র-

ছাত্রীদের বলবেন ”এর জন্য আমি তোমাদের কিছু দিতে পারব না, শুধু কোনো ক্লাস তার এই দায়িত্বটি সমাধা করেছে আমাকে জানালে আমি নিরপেক্ষ সাংবাদিককে পাঠাবো এই দাবীর সত্যতা যাচাই করতে, এবং ইতিবাচক যাচাই হলে আমি সেই ক্লাশকে জাতীয় সন্মান দেব - এছাড়া আর আমার কিছু দেবার নাই আমার সোনার ছেলেমেয়েদের।” আমি জানি সোনার ছেলেমেয়েরা এই আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সমস্ত দেশ দুই বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ সাক্ষর হয়ে উঠবে, এবং আপনাকেও প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে কেউ নামাবার কথা কল্পনাও করবে না।

পরিবারতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এই প্রস্তাবে কোন সাড়া পাই নি। শুনেছিলাম একজন তাঁকে বলেছিলেন বুদ্ধিজীবিদের কিছু পরামর্শ শুনতে, যার উত্তরে তিনি নাকি বলেছিলেন, ”বুদ্ধিজীবিদের হাতে কয়টা ভোট আছে?” সত্যিই তো!

৫. আজ দেশের এই চরম দু:সময়ে সরাসরি দেশের তরুণদের কাছে আমার প্রস্তাব:

মুরুব্বীদের জন্য আর অপেক্ষা না করে নিজেরা একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক-দল-নিরপেক্ষ **জাতীয় তরুণ পার্লামেন্ট** গঠন করো। এই পার্লামেন্ট বছরে একবার মিলিত হবে। এর জন্য তোমরা কারো কাছে আর্থিকভাবে নির্ভরশীল হবে না - দেশে আজো এরকম প্রোগ্রাম আছে (যেমন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক প্রোগ্রাম) যেখানে তরুণরা নানান্ জায়গা থেকে সম্পূর্ণ নিজেদের খরচে এসে মিলিত হয় ও সমাজ-কাজ করে।

এই পার্লামেন্টের কয়েকটি কাজ হবে:

(ক) দেশকে দুবছরে সম্পূর্ণ শিক্ষিত করে তোলবার জন্য জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করা। ’শিক্ষিত’ মানে প্রথম ধাপে ন্যুনতম দৈনিক খবরের কাগজ পড়তে পারা এবং সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখতে পারা - পরের ধাপে কম্পিউটার ব্যবহার করতে শেখা যা পরবর্তীতে আর একটা আন্দোলনের মাধ্যমে হতে পারে। কোন জোতদার-দুর্বৃত্ত সরকার এরকম প্রোগ্রাম নেবে না এতে দলিল না পড়তে পেরেই টিপ্ সই দিয়ে অন্যায়ভাবে জোত হস্তান্তর বন্ধ হয়ে যাবে বলে। বিশেষ অনুপ্রেরণাময় পদ্ধতিতে গনশিক্ষার প্রোগ্রাম যারা সফলভাবে সমাধা করবে তাদের এই পার্লামেন্টই তরুণদের পক্ষ থেকে জাতীয় সম্মান দেবে।

(খ) দেশের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ তোমাদেরই ভবিষ্যৎ আলোচনা করা, এই ভবিষ্যতের স্বার্থে সুপারিশমালা সরকারের কাছে, অন্যান্য মহল, যেমন শিক্ষককূল-এর কাছে, পেশ করা।

(গ) তরুণদের এই পার্লামেন্ট দেশের প্রধানমন্ত্রী, অন্য যে কোন মন্ত্রী, সরকারি অফিসার, শিক্ষক ইত্যাদি মুরুব্বীদের আহবান করবে

দেশের সমস্যা তাদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য, কোন সরকারী নীতি-প্রোগ্রাম তাদের ও দেশের ভবিষ্যৎকে কীভাবে প্রভাবিত করবে তা বুঝিয়ে দেবার জন্য, শিক্ষক মাইনা নিয়ে ক্লাশ না নিলে বা তাদের নিজস্ব কোচিং প্রোগ্রাম নিতে ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্য করলে বা পরিবারতান্ত্রিক দুর্বৃত্ত রাজনীতির 'লাল-নীল' প্যানেলের সদস্য হয়ে শিক্ষাঙ্গন কলুসিত করলে তার যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দেবার জন্য। কোন মুরুব্বী এই আমন্ত্রণে সাড়া না দিলে তরুণদের পার্লামেন্ট শুধু দেশবাসীকে ফর-দি-রেকর্ড তা জানাবে।

তরুণদের এই পার্লামেন্টের কোন আইনগত স্ট্যান্ডিং-এর প্রয়োজন নেই - পিতা-মাতা-আংকল-স্যারদের শ্রদ্ধার সঙ্গে এরকম প্রশ্ন করবার এবং তাদের জীবন ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহে নিজেদের মতামত দেবার অধিকার দেশের সব সন্তানদের আছে।

যদি দেশের দেশপেমিক তরুণরা এরকম পদক্ষেপ না নেয় তা হলে এই হতভাগ্য দেশকে খাদ থেকে তোলা, এবং তাদেরই ভবিষ্যৎকে বাঁচাবার, আর কোন উপায় আমি অন্ততঃ দেখছি না।

তরুণদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের গানের পঙ্‌ক্তি দিয়েই শেষ করিঃ

"শুকনো গাঙ্গে আসুক

জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক" ।

...

"যেখানে ডাক পড়ে জীবন মরণ ঝড়ে আমরা প্রস্তুত।

আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত"।

*৬ই এপ্রিল ২০০৮ তারিখে "বাংলাদেশ ফার্স্ট - বাংলাদেশ ২০২৫, মুখ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতীয় ঐক্য ২০০৮" শীর্ষক জাতীয় নাগরিক সংলাপে "কাঙ্খিত বাংলাদেশ ও তরুণ প্রজন্ম" সেশনে পঠিত।